প্রথম আলো

তারিখ ... 14 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৮ ...

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল

দাবি গণতদন্ত কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা নতুন করে নেওয়ার সুপারিশ করেছে ওই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তদন্তে গঠিত গণতদন্ত কমিটি। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কমিটি বলেছে, মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। পুরো প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও বাণিজ্যিক তৎপরতা ছিল।

কমিটি গতকাল একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, অল্প সময়ের মধ্যে ৬৭টি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থী পাওয়ার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকার স্বার্থে পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন ও যোগ্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ছিল। পাঁস নম্বর কমিয়ে দেওয়া, প্রশ্ন সহজ করা এবং প্রশ্ন ফাঁস করার মাধ্যমে সেই কাজটি করা হয়েছে।

কমিটি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বক্তব্য, অনুসন্ধান, সাক্ষাৎকার, ফেসবুক ও অনলাইন থেকে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরীক্ষাপদ্ধতির ১১টি ধাপের ছয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিভাগে হয়ে থাকে। যথাযথ নজরদারি না হলে প্রশ্নপত্র পাচার হওয়ার আশঙ্কা এখানেই সবচেয়ে বেশি। মেধাক্রমে এগিয়ে থেকেও অপেক্ষমাণ তালিকায় পরীক্ষার্থীর নাম থাকা, শুধু পাস নম্বর পেয়েও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সম্মিলিত তালিকায় ক্রমিক নম্বর থাকা, একই নম্বর পাওয়া একাধিক পরীক্ষার্থীর এলোমেলো মেধাক্রম পরীক্ষাপদ্ধতির অসংগতির বিষয়টি স্পষ্ট করে। এ ছাড়া ঢাকা, সলিমুল্লাহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েও বারডেম মেডিকেল কলেজে ভর্তির চেষ্টা করা ১২ জন শিক্ষার্থীকেও চিহ্নিত করেছে কমিটি।

কমিটি প্রতিবেদনে ফেসবুকের যে পেজটিতে ১৮ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে প্রশ্ন দেওয়া হয়, যে ই-মেইল ঠিকানা থেকে প্রশ্ন বিনিময় হয়েছে, সেগুলোর নমুনা দিয়েছে। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা সম্পৃক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

নতুন করে পরীক্ষা নিলে যাঁরা ইতিমধ্যে ভর্তি হয়েছেন তাঁদের কী হবে—জানতে চাইলে কমিটির আহ্বায়ক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যুক্তি তোলে মাত্র ৪৪ জন মেডিকেলে ভর্তির প্রশ্নপত্র পেয়েছে, সে ক্ষেত্রে ছয় লাখ শিক্ষার্থীকে কেন আবার পরীক্ষায় বসতে হবে। জবাবে সুপ্রিম কোর্ট বলেন, বেআইনি তৎপরতার যদি একটি ঘটনাও পাওয়া যায়, তাহলে তা এই সমগ্র পরীক্ষার পবিত্রতা নষ্ট করে।

কমিটি বলেছে, ৫ নভেম্বর পর্যন্ত যেকোনো দিন যেকোনো জায়গায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর চিঠি দিয়েছিল কমিটি। কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি। কমিটির প্রতিবেদন এখন এসব জায়গায় পৌঁছানো হবে।

কমিটির সদস্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আহমেদ কামাল, মোশাহিদা সুলতানা ও সামিনা